ইলম অধ্যয়নের পদ্ধতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

SUBUT

ইলম অধ্যয়নের পদ্ধতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

ONLINE

ইলম অধ্যয়নের পদ্ধতি
শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

সুবুতধারা
SUBUT ONLINE—2

সুবুতক্ষণ
জুন ২, ২০১৭ (সংশোধিত সংস্করণ)
মে ৩১, ২০১৭

SUBUT সুবুত
www.facebook.com/SubutOnline

স্বত্ব

দাওয়াহ্‌র কাজে SUBUT ONLINE কর্তৃক প্রকাশিত সবকিছু হুবুহু ব্যবহারে কোনো বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয় এবং অনুমতিরও প্রয়োজন নেই।

সুবুতকহন

بسم الله الرحمن الرحيم

বিশুদ্ধ করে চিন্তা করার শক্তিটুকুও মানুষের নেই, এই সময়ে উম্মাহর খুব বড় একটি দুর্বলতা হলো, উম্মাহ্ তার চিন্তা করার উপায় ও শক্তি হারিয়ে ফেলছে। উম্মাহর্ এই চিন্তাশূন্যতা পূরণে সালাফদের বুঝের কাছে নিজেদের বুঝ ও কর্মপন্থাকে সমর্পণের কোনো বিকল্প নেই। আর এজন্য দরকার ইলম অর্জনের স্পৃহা এবং সেমতে নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন। তো, ইলম কীভাবে শিখবেন, কোন নিয়ম অনুসরণ করবেন— এরই জন্য একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা হলো, 'ইলম অধ্যয়নের পদ্ধতি'। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের 'Explanation of the Three Fundamental Principles' থেকে এটি নেয়া হয়েছে। অনুবাদে কোনো ধরনের ভুল পেলে আমাদের তৎক্ষণাৎ জানাবেন। ইনশাআল্লাহ্, আমরা পরবর্তীতে আবারও এর বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করবো। অনুরোধ, আপনাদের দুয়ায় সুবুতকে শরিক রাখবেন।

———

সুবুতের পক্ষ থেকে

০২.০৬.২০১৭

ইলম অধ্যয়নের পদ্ধতি

ইলম ধারাবাহিকভাবে শিখতে হয়। কেউ রাতারাতি আলিম বা শাইখ হয়ে যায় না। ইবনু আবদিল বার তাঁর কিতাব 'আলজামি'তে লিখেছেন, 'আযযুহরি বলেন—

مَنْ رَامَ العِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً ، إِنَّمَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامْ واللَّيَّالِي

যে রাতারাতি একসাথে ইলম অর্জন করতে চায়, ইলম তাকে একসাথে পরিত্যাগ করে। ধীরে ধীরে ও দিনরাত সাধনার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হয়।'

ইলম অর্জন করতে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। এটি ধাপে ধাপে অর্জন করতে হয়। যেমন, আপনি যদি প্রথমেই আকিদাহ বিষয়ক কঠিন কিতাব পড়া শুরু করেন, তবে জটিল বিষয়গুলো না বোঝার কারণে আপনি হতাশ হয়ে যাবেন। কিন্তু, যদি ধাপে ধাপে এগোতেন, তাহলে এটি হতো না। কিছু ভাই বলেন, তাঁরা আকিদাহ ও তাওহিদের এমন কঠিন বই পড়ছেন যেগুলো বুঝতে আলিমদেরও কষ্ট হয়। বড় সমস্যা হলো, তাঁরা এগুলো কোনো উস্তাদের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে অধ্যয়ন করছেন; আর এর চেয়েও ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, লেখক যে ভাষায় লিখেছেন তাঁরা সে ভাষায় পড়ছেন না। তো আপনিই বুঝিয়ে বলুন, এই পদ্ধতিতে আপনি কীভাবে এটি বুঝতে পারবেন? আপনি যদি একজন উস্তাদ খুঁজে বের করতে না পারেন— যেটা আজকাল অনেকের সাথেই হয়ে থাকে, সেটা ভিন্ন কথা— আপনাকে অন্তত এটা জানতে হবে যে, কীভাবে ইলম অর্জন শুরু করতে হয়। উসুলুস সালাসাহ তাওহিদের ওপর লেখা প্রাথমিক একটি রিসালাহ। আপনি হয়তো এক নিমিষেই এই রিসালাহ পড়ে শেষ করে ফেলতে পারেন, কিন্তু এর মাঝেকার অন্তর্নিহিত জ্ঞান অর্জন করতে হলে এর প্রতিটি বাক্যকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আপনি যদি ধাপে ধাপে শুরু করেন, কিন্তু তারপরও যদি এটি আপনার কাছে কঠিন মনে হয় (যেটি মনে হতেই পারে), তবুও হার মানবেন না। এই সাধারণ বইটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এগারো জন শাইখের অধীনে পড়েছি। এর কিছু অংশ আমি এরচেও বেশিসংখ্যক শাইখের কাছে অধ্যয়ন করেছি।

আলখাতিবুল বাগদাদি তাঁর কিতাব 'আলজামি'তে বর্ণনা করেন, একবার এক তালিবুল ইলম একজন হাদিসের শাইখের কাছে গেলেন। তাঁর কাছে হাদিসের ইলম খুব কঠিন মনে হলো। তিনি হতাশ হয়ে গেলেন এবং সিদ্ধান্তে আসলেন যে, এটা তাঁর জন্য নয়। একদিন তিনি হাঁটছিলেন এবং দেখলেন, এক জায়গায় একটি পাথর গড়িয়ে পানি পড়ছে, যা হয়তো একটি ঝর্ণা ছিলো। আপনি যদি কখনও ঝর্ণা দেখে থাকেন— বিশেষ করে যেখানে একটি পাথরের ওপর বছরের পর বছর ধরে পানি পড়ে আসছে, অথবা আপনি যদি কোনো পানির ফোয়ারা দেখে থাকেন, যার পানি

কোনো পাথর বা সিমেন্টের ওপর পড়ে— তাহলে দেখবেন, সেই স্থানটি আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে। নিজেকে নিজে তিনি বললেন, পানি এত নরম ও কোমল হওয়া সত্ত্বেও তা পাথরের মতো শক্ত বস্তুকে ক্ষয় করে ফেলল। তিনি বললেন, জ্ঞান তো পানির চেয়েও নরম ও কোমল আর আমার মন ও মগজ তো পাথরের মতো শক্তও নয়। তিনি হাদিস-অধ্যয়নে ফিরে গেলেন এবং পরবর্তীতে তিনি হাদিসের একজন বিখ্যাত ও সম্মানিত আলিম হয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে শুরু করুন এবং ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হোন। এটি হলো প্রাচীন অধ্যয়নপদ্ধতি, যার উদ্দেশ্য কেবল তালিবুল ইলম তৈরি নয় বরং আলিম হিসেবে গড়ে তোলা। আমার কিছু লেকচার আছে, যেমন, ইউসুফের বিশ্ববিদ্যালয়, চরম সুখ, ভয় ও ভালোবাসা সিরিজ, প্রশ্নত্তোর এবং আরও কিছু করতে যাচ্ছি— এগুলো অনুপ্রেরণীয়, তথ্যবহুল এবং নিশ্চয়ই এগুলোতে ইলম আছে, কিন্তু এগুলো একজন আলিম তৈরি করে না। এই ধরনের লেকচার আলিম তৈরি করতে পারে না। আপনি যদি এখানে একটি লেকচার শোনেন, দুদিনের সেমিনার কিংবা এখানে-ওখানে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন— তা ভালো, কিন্তু এগুলো আলিম তৈরি করে না। যদি তাই হতো তাহলে গোটা মুসলিম উম্মাহর সবাই আলিম হয়ে যেতো, কেননা গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে আমাদের বাবা-দাদারা জুমুয়াহ্‌র খুতবা শুনে আসছেন এবং মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত বহু ওয়াজ-নসিহতও তাঁরা শুনেছেন। তালিবুল ইলম ও আলিম হওয়ার জন্য প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন। আর প্রাচীন পদ্ধতিতে ইসলাম অধ্যয়নের উপকারিতা অগণিত। ধাপে ধাপে এই মদিনা পাঠ্যক্রমটি সম্পূর্ণ করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌, এমনকি আমরা এর চেয়েও বেশি জানতে পারবো বিইযনিহি তায়ালা, যদি আল্লাহ্‌ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অনেক মানুষ— বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অংশ থেকে এবং এমনকি কিছু আরব দেশ থেকেও— আমার কাছে এসে অধ্যয়ন করতে চান আর বাস্তবিকই আমি মোটেও বাড়িয়ে বলছি না, আলহামদুলিল্লাহ্‌। কিন্তু সবাই জানেন যে, এখনও আমার সেই সামর্থ্য এবং এমন ভালো জায়গা নেই যে, এই পরিমাণ ছাত্রের সংকুলান করতে পারব। বিয়ে, সেমিনার, আমাদের মতো লেকচার, ক্লাস কিংবা এরচেও বেশি কিছু হোক না কেন, দ্বীনপ্রচারে কোনো ধরনের বিনিময় বা অন্য কোনও সাহায্য না নিতে আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছেন, আর কর্মজীবনে তিনি নিজেও এর চর্চা করেছেন। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ কোনো উপায় না বের করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি আমার কাছে অধ্যয়ন করতে পারেন।

ইলম অধ্যয়নের তিনটি ধাপ

আগে তালিবুল ইলমগণ তিনটি ধাপে ইলম অর্জন করতেন। প্রথমটি হলো, আসসামায়ুল মুবাশশির (السماع المباشر)— সরাসরি একজন শাইখ থেকে শেখা। যাঁরা সরাসরি উপস্থিত থাকেন, তাঁদের আসসামায়ুল মুবাশশির বলে। এটি সর্বোত্তম পদ্ধতি যার পুরস্কারও অপরিসীম। পরবর্তীটি হলো, আলওয়াসিতাহ (الواسطة)— যিনি হলেন আপনার ও শাইখের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি। সুতরাং আপনি যদি আমার দেয়া পুরো তালিম অন্য কাউকে জানান বা শেখান, তাহলে তা হবে ওয়াসিতাহ। আপনি যাকে শিখিয়েছেন, তাঁর ও আমার মাঝে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হলেন আপনি। কেউ কেউ এটা করতেন, বিশেষ করে যারা ব্যবসায়ী বা কৃষক ছিলেন, তারা পালাক্রমে শিখতেন এবং একে অপরকে শেখাতেন। তৃতীয়টি হলো, ওয়িজাদাহ (وجادة)— কোনো শাইখের লিখিত কিতাব নিজে নিজে অধ্যয়ন করা।

বর্তমানে ইউটিউবে একজন শাইখের কাছ থেকে শেখার ব্যাপারটি কোত্থেকে এলো? আমার মতে, এটি দ্বিতীয় স্তর থেকে কিছুটা ওপরের স্তরের, কারণ আপনি কোনো মাধ্যম হয়ে শিখছেন না, আপনি ইন্টারনেট হয়ে একজন শাইখের কাছ থেকে শিখছেন। আর এটা অব্যশই 'ওয়িজাদাহ' নয়, যে একটা বই নিলাম আর পড়া শুরু করলাম। এটা আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মাঝের একটা স্তর। ইন্টারনেটের মধ্যমে কেউ সরাসরি শাইখের সাথেই মেইল অথবা ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। কাজেই এটা হচ্ছে 'আসসামায়ুল মুবাশশির' এর মতোই একটি বিষয়। কিন্তু এটা শাইখের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে ছোটো করে বোঝায় না। কেউ যদি সরাসরি কোনো শাইখ খুঁজে পান, তাহলে তার জন্য 'ওয়িজাদাহ' বা 'ওয়াসিতাহ' কিংবা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা উচিত হবে না। আপনি যদি কোনো হকপন্থী শাইখকে খুঁজে পান এবং তিনি তাঁর জীবনসায়াহ্নে, যদি সম্ভব হয় আপনি আপনার ব্যাগ গোছান আর তাঁর কাছে যান, তাঁর কাছ থেকে শিখুন। ব্যক্তি হিসেবে একজন শাইখের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়ার অনেক উপকারিতা আছে। যেমন, আপনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দেখতে পারবেন, তাঁর আচার-আচরণ দেখতে পারবেন, তাঁর ইবাদাতগুলো দেখতে পারবেন। আরও দেখতে পারবেন, তিনি কোন বিষয়ে কেমন আচরণ করেন।

মদিনা কারিকুলামের বাইরেও আমার বাবা আমাদের সময়ের বড় বড় শাইখদের সংস্পর্শ পাবার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছিলেন— যাদের অনেকেই এখন মৃত্যুবরণ করেছেন— এবং তাঁদের কাছে অধ্যয়ন করার ব্যাপারটিও তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। শেষের উদাহরণ হলেন শাইখ মুকবিল— আমি সবসময় দুয়া করতাম যেন তাঁর কাছে থেকে শিখতে পারি, কিন্তু আমি ইয়েমেনে যেতে পারছিলাম না। সত্তর দশকের শেষের দিকে তাঁকে সওদি থেকে বের করে দেয়া হয়, আর আমি এদিকে ইয়ামেনে যেতে পারছিলাম না। সুবহানাল্লাহ্, ২০০০ সালে তিনি চিকিৎসা করানোর জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলসে আসেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম, তাঁর বাড়িতে তাঁর সাথে

থাকলাম। যুলহিজ্জাহ মাস ছিলো বলে হঠাৎ চিকিৎসার মাঝখানে হাজ্জ করতে মক্কায় যাবার এবং হাজ্জ শেষে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন তিনি মক্কায় গেলেন, তখন ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু পত্রিকায় একটি নিবন্ধ ছাপলো যে, শাইখ মুকবিল যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, যিনি কিনা একজন মৌলবাদী; যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিলো। তৎক্ষণাৎ সওদি নিযুক্ত আমেরিকান দূতাবাস তাঁর ভিসা বাতিল করে দিল। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ্ এটি ছিলো খুব সম্ভবত আমার দুয়ার ফলাফল, কারণ কিছুদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন, রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমি সবসময় এটি চিন্তা করি এবং বলি আলহামদুলিল্লাহ্, হয়তো আমার দুয়ার বদৌলতেই তিনি সুদূর ইয়েমেন থেকে লস এঞ্জেলসে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন; আমি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলাম, তিনি ফিরে গেলেন এবং অল্প কিছুদিনের মাঝে ইন্তেকাল করলেন। কাজেই আপনি যদি এমন একজন বিখ্যাত, হকপন্থী শাইখ খুঁজে বের করতে পারেন, যিনি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং বিভ্রান্ত নন, যিনি মডার্নিস্টদের মতো বিক্রি হয়ে যাননি অথবা যিনি কুফর বা কুফফার, কিংবা সরকারের পক্ষে যারা কথা বলে তাদের সাহায্যকারী নন, তবে আগ বাড়ুন, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন এবং তাঁকে অনুসরণ করুন, এমনকি তিনি যদি পৃথিবীর শেষপ্রান্তেও অবস্থান করেন। নিজে নিজে বই থেকে শেখাকে সালাফগণ খারাপ চোখে দেখতেন। তাঁরা বলেছেন—

من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه

যদি বইই কারও শাইখ হয়, তাহলে ঠিকের তুলনায় ভুলই তার বেশি হবে।

অডিও টেপের মাধ্যমে শেখে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যখন শাইখ ইবনু উসাইমিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি তা উৎসাহিত করেন কিন্তু বলেন— সরাসরি শেখা এরচে বেশি ভালো, কারণ আপনি জিজ্ঞাসা ও আলোচনা করতে পারবেন। আপনি এই কারণটা আজকের দিনে প্রয়োগ করতে পারেন, কারণ আপনি আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমাকে ইমেইল করতে পারেন এবং ফোনের মাধ্যমেও আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। যারা প্রাচীন অধ্যয়ন-পদ্ধতিতে আমার সাথে যুক্ত আছেন, প্রশ্নের উত্তর পাবার ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন ইনশাল্লাহ তায়ালা।

সালাফদের অভ্যাস ছিলো লিখে রাখা

খাতায় লেখেন বা ল্যাপটপ কিংবা মোবাইলে নোট করেন, যেটাই ব্যাবহার করেন না কেন আপনাকে এই জ্ঞানটা সংগ্রহে রাখতে হবে। পুরো কথাগুলো নোট করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন, এটি পরবর্তীতে আপনার কাজে লাগতে পারে। ল্যাপটপে সংক্ষেপে নোট করতে পারলে আরও ভালো। এক সময় আমি উত্তর ক্যারোলিনায় ছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনেছি। আমি যখন লেকচার দিচ্ছিলাম তখন একজন ভাই মোবাইল ব্যবহার করছিলেন আর সেজন্য আমি তাঁকে খানিক বকা দিয়েছিলাম। লেকচার শেষে ওই ভাইটি শ্রদ্ধার সাথে আমার কাছে দেখা করতে আসেন

এবং আমাকে দেখান যে, তিনি আসলে মোবাইলে আমার কথাগুলোই নোট করছিলেন। আমি তখন সুবহানাল্লাহ্ বলি, কারণ আমার ধারণায় ছিলো না যে, কেউ মোবাইল দিয়ে নোট করতে পারে। তাই একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হলো, তার অর্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে রাখা।

যখন আমার বয়স সাত বছর, তখন আমি মদিনায় ছিলাম আর আমার বাবা ছিলেন একজন ছাত্র। বাবার এক বন্ধু— ইরাকের সামাররার লোক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), যাঁকে ১৯৮০ সালে ইরাকে হত্যা করা হয়— একদিন আমাকে বললেন, 'তোমার বাবা একটি সিংহ, ক্লাসে শিক্ষক যাই বলেন তাই সে খাতায় নোট করে ফেলে।' হারামে, ক্লাশে আমি বাবাকে লক্ষ করতাম— আমি ইউনিভার্সিটির বাইরে থেকে তাঁকে দেখেছিলাম— তিনি সবকিছু খাতায় লিখে নোট করে রাখতেন এবং প্রত্যেকটি লেকচার রেকর্ড করে রাখতেন। সেই রেকর্ডগুলো এখনও আমাদের কাছে আছে। এরপর থেকে আমি নিজেও এমনটি করতাম। আমি কখনই এমন কোনো শাইখের সামনে বসিনি যাঁর বলা প্রতিটি কথা আমি লিখে রাখিনি। যদিও সবকিছু লেখার প্রয়োজন হয় না আর কিছু কথা লিখতে লিখতে ছুটে যায় কিন্তু আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করতাম, শাইখ যা বলছেন তাই অক্ষরে অক্ষরে লিখে রাখতে। বাস্তব কথা হলো, আমি সবসময় শাইখদের কাছ থেকে নেয়া নোট থেকে উদাহরণ দিই। লেখার এই অভ্যাসটা সালাফদের মাঝেও ছিলো। কুরাইশরা বাধা দেয়ার আগপর্যন্ত আবদুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র (রা.) রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদিসগুলো লিখে রাখতেন। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ হাদিস লেখা চালিয়ে যেতে বলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হাদিস লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন। সুনানু দারিমিতে মুয়াওয়িয়াহ ইবনু কুররাহ ইবনু আবি ইয়াস বলেন—

مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِلْمَهُ لَمْ يُعَدَّ عِلْمُهُ عِلْمًا

যে তার জ্ঞানকে লিখে রাখে না, তার জ্ঞান কোনো জ্ঞান বলেই গণ্য হয় না।

যারা তাদের অর্জিত জ্ঞানকে লিখে রাখে না, তাদের জ্ঞান কোনো জ্ঞান বলেই গণ্য হবে না। তাঁরা হয়তো এই কথা বলতে হাদিসের কথা বুঝিয়েছেন—যদি তা বুঝিয়েও থাকেন— তাহলে বর্তমানে আমরা যে ধরনের ইলম অধ্যয়ন করছি, এ কথাটাকে সেক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। সায়িদ ইবনু জুবাইর লেখার কিছু না থাকলে যাই শুনতেন তাই বালিতে লিখে রাখতেন; ভোর হওয়ার পর তিনি যদি লেখার মতো কিছু পেতেন, লেখা শুরু করতেন। আলমুওয়ারদি, আলখালিল ইবনু আহমাদ এবং অন্যান্যরাও লেখার ক্ষেত্রে একই বিষয় বর্ণনা করেছেন। তাঁরা জ্ঞান সংরক্ষণ করতেন এবং তা করার জন্য উৎসাহ দিতেন।